MAR. 0 4 2000

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...

১০৭

এসএসসি ॥ নকলরোধে যত গর্জন হয়েছে তার সিকি ভাগও বর্ষণ হয়নি ॥ প্রথম দিনে কেন্দ্র ছিল নকলবাজদের দখলে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট :

নকল রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে 'যত গর্জন হয়েছে, তার সিকিভাগও বর্ষণ হয়নি'। অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। নকলকারী ছাত্র, নকল সরবরাহকারীদের দৌরাত্ম্য, প্রশাসনের ব্যর্থতায় দেশের সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষা যেন 'প্রহসন'-এ পরিণত হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী প্রথম দিনের পরীক্ষা পরিদর্শক কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ছিল পরীক্ষার 'রসদ' সরবরাহকারীদের দখলে এবং এই দখল এতটাই জোরাল ছিল যে, অনেক জায়গায় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অসহায় হয়ে পড়ে। জানা গেছে, নকল সরবরাহকারীদের একটি বড় অংশ রাজনৈতিক দলের কর্মী। এদের কাছে প্রশাসন, পুলিশ, পরিদর্শক সবাই অসহায়।

এ বছর পাঁচটি শিক্ষাবোর্ড থেকে ৯ লাখ ২৭ হাজার শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। গতবছরের তুলনায় যা প্রায় এক লাখ বেশি। গত ৪ বছর ধরে ব্যাপক নকল চলায় এ বছর বোর্ডগুলো নকল রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে অতিরিক্ত পরিদর্শক টিম গঠন, কেন্দ্র বাতিলের নিয়ম, সর্বোপরি প্রয়োজনে আধা সামরিক বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। পরীক্ষার ক'দিন আগ থেকে এসব প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। প্রস্তুতি দেখে মনে হয়েছিল এ বছর নকল অনেক কম হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নকল করা ও নকল সরবরাহে অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে গেছে। শহরাঞ্চলে নকল কম হলেও গ্রামাঞ্চলে এমন কোন কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে ব্যাপকহারে নকল হয়নি।

নকলের মহোৎসব চলার কারণ প্রসঙ্গে, যশোর বোর্ডের

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন

(১-এর পাতার পর) এসএসসি ॥ নকল

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবিএম সাত্তার বলেন, নকল রোধ করতে না পারার প্রধান কারণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বল্পতা। তিনি বলেন, এসএসসি পরীক্ষার সাথে দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের কোন না কোনভাবে সম্পর্ক আছে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় একজন পরীক্ষার্থীর সাথে কেন্দ্রে ৮/১০ জন আসে। ফলে কোন কেন্দ্রে ৫০০ পরীক্ষার্থীর সাথে দেখা যায় ৫ হাজার লোক আসে। এই প্রচুর সংখ্যক লোককে সামাল দেয়া ৫/১০ জন পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। পুলিশ একদিকে থাকলে অন্যদিক থেকে নকল দেয়া হয়।